রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯—৫৫
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৭—১৬৩
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২১—১৬৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		নাই
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪৩০/০৫ নভেম্বর ২০২৩

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৯৬.২২-১১৪—যেহেতু, জনাব নুরের জামান, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা (সাবেক সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, পানগাঁও, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি-৪(২)(ঘ) মোতাবেক ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০১১. ০১.১৩২.১৪/৫৫০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে 'বর্তমান বেতন গ্রেডের ০৩ (তিন) ধাপ নিম্নস্তরে তার বেতন অবনমিত করা' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, জনাব নুরের জামান, সহকারী কমিশনার, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, দণ্ডাদেশ মার্জনা/প্রত্যাহার করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল আবেদন দাখিল করলে কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ রদ-রহিতকরণের আদেশ প্রদান করেন;

৩। সেহেতু, জনাব নুরের জামান, সহকারী কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা (সাবেক সহকারী কমিশনার, কাস্টম হাউস, পানগাঁও, ঢাকা) এর উপর আরোপিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'বর্তমান বেতন গ্রেডের ০৩ (তিন) ধাপ নিম্নস্তরে বেতন অবনমিত করা' সূচক লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪৩০/১২ নভেম্বর ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৭.২৩-৪৫৩—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম আকন্দ (বিপি-৬৫৮৬০৩৩৩১০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এসবি, ঢাকা ইতঃপূর্বে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) কর্মকালে সঙ্গীর ফোর্সসহ বোয়ালখালী থানার মামলা নং-১২, তারিখ-১৫-০৩-২০১৮, ধারা- ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) এর ৯(খ) সংক্রান্তে সমর চৌধুরী নামীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে তার ঘর থেকে ৩১০ পিছ ইয়াবা ও ০৪ রাউন্ড কার্তুজসহ ০১টি এলজি (দেশীয় অস্ত্র উদ্ধারপূর্বক) বোয়ালখালী থানার মামলা নং-২১, তারিখ-২৮-০৫-২০১৮, ধারা- ১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ১৯(১) টেবিল ৯(খ) এবং বোয়ালখালী থানার মামলা নং-২২, তারিখ-২৮-০৫-২০১৮, ধারা- ১৮৭৮ সনের অস্ত্র আইনের ১৯(এ) ও (এফ) রুজু করে বর্ণিত ব্যক্তিকে কোর্টে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে জমিজমা সংক্রান্তে স্থানীয় সঞ্জয় দাশ নামীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি বর্ণিত মামলাসমূহে গ্রেপ্তারকৃত সমর চৌধুরকে কোর্টে প্রেরণ করা হয় মর্মে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বোয়ালখালী থানার অফিসার ইনচার্জ উপরোক্ত স্পর্শকাতর ঘটনায় অভিযানের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে আড়াল করে থানার হাজির থেকেও কৌশলে তার উপর জিডিমূলে থানার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এ বিষয়সমূহ অভিযুক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত না করার কারণে তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রতিয়মান হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে "০২ বছরের জন্য বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১৩-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম আকন্দ (বিপি-৬৫৮৬০৩৩৩১০), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), এসবি, ঢাকা এর আপিল আবেদন এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) বিধি মোতাবেক "০২ বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত প্রতিয়মান হওয়ায় দন্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৪.২৩-৪৫৪—যেহেতু, জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম (বিপি-৮২০৮১৪৬৬৮৪), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক, বর্তমানে নিম্নপদে অবনমিতকরণের আদেশপ্রাপ্ত ইতঃপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা, নারায়ণগঞ্জ কর্মরত থাকাকালে ফতুল্লা মডেল থানার মামলা নং-১৫(১)১৮, ধারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৫৪(২) এর তদন্তকালে অভিযোগকারী নাসির উদ্দিন পুলিশ রিমান্ডে থাকাবস্থায় তার বাসা হতে ২৩-১-২০১৮ তারিখ জব্দকৃত চেক বই হতে চেকের পাতা ব্যবহার করে গত ২৪-১-২০১৮ তারিখ অভিযোগকারী নাসির উদ্দিনের ব্যাংক একাউন্ট হতে কথিত সোর্স সাগর এবং কং/১৫২৯ মোঃ বিল্লাল হোসেনের মাধ্যমে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) অবৈধভাবে উত্তোলন করেন। অভিযোগকারী নাসির উদ্দিন এর হেফাজতে থাকা জালাল আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ নামক কোম্পানীর ঢাকা মেট্রো-গ-১৫-৯৭৩৮ গাড়ীটি আইনানুগভাবে জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ না করে বাদী পক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মোতাবেক আলমত গাড়ীটি নিষ্পত্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" এর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপলি শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম (বিপি- ৮২০৮১৪ ৬৬৮৪), সাবেক পুলিশ পরিদর্শক, বর্তমানে নিম্নপদে অবনমিতকরণের আদেশপ্রাপ্ত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক "০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৫.২২-৪৫৫—যেহেতু, জনাব আহমেদ আনওয়ার (বিপি-৭৭৯৪০৮৭২১৫), কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সাতক্ষীরা জেলা ইতঃপূর্বে ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) ঢালচর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, দক্ষিণ আইচা থানা, ভোলা জেলায় কর্মরত থাকাকালে অভিযোগকারী আঃ মালেক এর স্ত্রী মোসাঃ জুলিয়া খাতুন (২৮), তার স্বামীর বিরুদ্ধে কলাতলীর চর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে, অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি গত ২৯-১০-২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় ২ জন পুলিশ কনস্টেবল পাঠিয়ে উক্ত আঃ মালেককে তদন্ত কেন্দ্রে ধরে নিয়ে আসেন। ধৃত আঃ মালেককে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তার গলায় থাকা মাফলার দিয়ে তার দুচোখ বাঁধেন এবং হাত পিছমোড়া করে বেঁধে মাটিতে শোয়াইয়ে দুই পায়ের তালুতে ৫টি করে ১০টি বেত্রাঘাত করেন এবং কোমড়েও ২টি বেত্রাঘাত করেন। তিনি ধৃত আঃ মালেকের নিকট ১০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবী করে বলেন যে, তার (দরখাস্তকারীর) নামে দুটি অভিযোগ আছে টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় মামলায় ঢুকায়ে দিবেন। একপর্যায়ে আঃ মালেক স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তার মোঃ আজাদকে সংবাদ দিলে সে পুলিশ তদন্তকেন্দ্রে এসে তাকে ৩,০০০/- টাকা ঘুষ প্রদান করলে তিনি ধৃত আঃ মালেককে তদন্ত কেন্দ্র হতে ছেড়ে দেন। তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরে মটর সাইকেল চালক জনৈক মোঃ ইউসুফ এর মটর সাইকেল যোগে মালেককে চিকিৎসা করানোর জন্য গ্রাম্য ডাক্তার মোঃ আজাদ এর ঔষধের দোকানে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর ভিকটিম আহত অবস্থায় নিজ বাড়িতে গমন করেন। তিনি সু-শৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও অভিযোগকারী আঃ মালেকের স্ত্রী মোসাঃ জুলিয়া খাতুন (২৮) এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীর (তাহার স্বামীর) বিরুদ্ধে দাখিলকৃত অভিযোগটি অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই তদন্ত কেন্দ্রের ২ জন কনস্টেবল দ্বারা আঃ মালেককে তদন্ত কেন্দ্রে ধরে এনে উক্ত রূপ কার্যকলাপ সম্পন্ন করেন। উল্লিখিত অভিযোগটি ধর্তব্য অপরাধ পর্যায়ভুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্যথায় ধর্তব্য অপরাধ পর্যায়ভুক্ত না হলে বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে অনুসন্ধানপূর্বক নন-এফআইআর এর যথাযথ ধারায় প্রসিকিউশন দাখিল করা যুক্তিযুক্ত ছিল। অভিযুক্ত আঃ মালেককে তদন্ত কেন্দ্র হতে ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি তিনি সাধারণ ডাইরীভুক্ত করেননি। তার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্য-কর্মে চরম অবহেলা, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং অসদাচরণ প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২)(ঘ) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে ০২ (দুই) বছরের জন্য " বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ০১-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব আহমেদ আনওয়ার (বিপি-৭৭৯৪০৮৭২১৫), কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সাতক্ষীরা জেলা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক লগুদন্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৬.২২-৪৫৬—যেহেতু, জনাব মোঃ জহিরুল আনোয়ার (বিপি-৬৮৯১০১০৬০৫), পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র) ট্যুরিস্ট পুলিশ রাঙ্গামাটি জোনে কর্মরত (সাবেক পুলিশ পরিদর্শক, এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা) ইতোঃপূর্বে তিনি এসআই হিসেবে সিএমপি, চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত থাকাকালে সিএমপি, চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানার মামলা নং-০৬(০৪)১০, জিআর-১১৮/১০ধারা-৪২০ দঃবিঃ এর তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। উক্ত মামলার জব্দকৃত গুরুত্বপূর্ণ আলামত "চেক" নিজ দায়িত্বে কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে আদালতের আদেশ ব্যতীত মামলার বাদীর জিম্মায় প্রদান করেন। তার অদক্ষতা ও অসদাচরণের কারণে বাদীর প্রদত্ত চেক BS ৭৬৮৫৬৮১ তারিখ-১০-১১-২০১০ ব্যবহার করে আসামির বিরুদ্ধে হস্তান্তর যোগ্য দলিল আইনে ১৩৮ ধারায় সিআর- ১৫৫/১০ (এসটি-১২৭৭/১০) মামলা দায়ের করেন। যাতে আসামির সাজা হয়। অভিযুক্তের অদক্ষতা ও তদন্তে বড় ধরনের ত্রুটির কারণে এ মামলার আলামত নিষ্পত্তির পূর্বেই বাদী ব্যবহার করে আসামির বিরুদ্ধে ভিন্ন মামলা দায়ের করেন, যাতে আসামি সাজা ভোগ করে। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শকের সার্বিক কর্মকাণ্ড অপেশাদারিত্বমূলক, কর্তব্য পালনে উদাসীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "০৩ (তিন) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ০১-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ জহিরুল আনোয়ার (বিপি-৬৮৯১০১০৬০৫), পুলিশ পরিদর্শক, (নিরস্ত্র), ট্যুরিস্ট পুলিশ রাঙ্গামাটি জোনে কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "০৩ (তিন) বছরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদন্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৯.২৩-৪৫৮—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (বিপি-৭৩০২০৫২৩২৭), পুলিশ পরিদর্শক, বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ, ধর্মপাশা থানা, সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মকালে গত ২৯-০৩-২০২১ তারিখ সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা থানাধীন জয়শ্রী ইউনিয়নের মহেশপুর নিবাসী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের শিক্ষার্থী ও ঢাবি ছাত্রলীগের উপ-আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক আফজাল হোসেন (২৪), পিতা-মোঃ আইয়ুব আলী তার নিজস্ব ফেজবুক ওয়ালে ইসলামী সংগঠনগুলোর বিভিন্ন সহিংসতার ছবি দিয়ে "ধর্মের নামে ব্যবসা" লিখে পোস্ট করেন। পোস্ট করার পর পরই বিষয়টি বিভিন্ন লোকজনের নজরে আসলে ঘন্টা তিনেক পর পোস্ট Only me করেন। Only me করার আগেই অনেকেই স্ক্রিনশট দিয়ে কপি করে রাখেন এবং সমালোচনা শুরু করেন। পরবর্তীতে ০৬-০৪-২০২১ তারিখ ১৭.০০ ঘটিকায় আফজাল হোসেন তার বন্ধুদের নিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়শ্রী বাজারে নদীর পাড়ে দোকানে বসে আড্ডা দেওয়া অবস্থায় হঠাৎ জয়শ্রী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এর সেক্রেটারী আবুল কাশেম এর ছেলে আল-মুজাহিদ (২৫) সহ বিভিন্ন বয়সী ২০/৩০ জনকে সাথে নিয়ে আফজাল হোসেন এর নিকট গত ২৯-০৩-২০২১ তারিখের উক্ত পোস্ট ও হেফাজত ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার কারণ জানতে চায়। আফজাল হোসেন সুনির্দিষ্ট কাউকে ব্যঙ্গ বা হেয় করেননি বলে জানান। এতে আল মুজাহিদ সন্তুষ্ট না হয়ে বিনা উসকানিতে তর্কাতর্কি শুরু করেন। এবং ধর্মের অবমাননার ইস্যু তৈরি করে ধর্মীয় অনুভূতি'কে কাজে লাগিয়ে চিৎকার চেচামেচি করে আফজাল হোসেন এর বিরুদ্ধে প্রচুর লোক সমাগম করেন। উপস্থিত লোকজন আল মুজাহিদের উস্কানিতে আফজাল হোসেনের বিরুদ্ধে মিছিল ও শ্লোগান দেয় এবং শারীরিকভাকে লাঞ্ছিত করে। এরই মধ্যে জয়শ্রী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এর সেক্রেটারী আবুল কাশেম উপস্থিত হয়ে তার ছেলের পক্ষাবলম্বন করে আফজাল হোসেন'কে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তালাবদ্ধ করে আটকে রেখে লোকজনের মাধ্যমে আফজাল হোসেন এর পিতা আইয়ুব খান'কে সংবাদ দেন। আফজাল হোসেন এর পিতা আইয়ুব খান বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে নির্দোষ ছেলেকে উত্তেজিত জনতার রোষানল থেকে বাচানোর জন্য আকুতি মিনতি করে দুহাত তুলে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চান। উত্তেজিত জনতা শান্ত না হলে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান জনাব সঞ্জয় রায় চৌধুরী আনুমানিক ১৭.৩০ ঘটিকায় থানার অফিসার ইনচার্জ নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনকে ঘটনা সর্ম্পকে অবহিত করেন। নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (বিপি-৭৩০২০৫২৩২৭) কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক বে-আইনীভাবে আটককৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের উপ-আর্ন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক আফজাল হোসেন'কে হাতকড়া পরিয়ে উপস্থিত জনসম্মুখে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন। ঘটনার সময়ে বিপুল জনগণের উপস্থিতিতে হতবিহবল হয়ে অফিসার ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। আইন প্রয়োগে কৌশলী ভূমিকা পালনে তার বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি ছিল। অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আইনের প্রতি অবিচল থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল। অফিসার ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনে এর এহেন কর্মকান্ড তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অবহেলা ও উদাসীনতা প্রতীয়মান হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী " অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক লগুদন্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার" আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১৩-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপলি শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দন্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দন্ড যথার্থ হযেছে মর্মে প্রতিয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (বিপি-৭৩০২০৫২৩২৭), পুলিশ পরিদর্শক, বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত রাখার" লঘুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৭৬.২২-৪৫৯—যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম (বিপি-৬৬৯৩১১৯৭৬৬), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিএমপি, চট্টগ্রাম ইতঃপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), সদর থানা লক্ষ্মীপুর জেলায় কর্মকালে ভিকটিম রিমা আক্তার (২৩) (পিতা-মোহাম্মদ মহসিন সাং-তোরাবগঞ্জ (হেইচ্যাগো বাড়ী), থানা-কমলনগর, জেলা লক্ষ্মীপুর) বাদী হয়ে ০৫ (পাঁচ) জনকে এজাহারনামীয় আসামি করে লক্ষ্মীপুর থানার মামলা নং-২২, তারিখ-১২-৫-২০১৫, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/২০০৩) এর ৯(৩) রুজু করেন এবং মামলাটির তদন্তভার পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ রেজাউল করিম এর উপর ন্যস্ত করেন। মামলার ডকেট পর্যালোচনায় দেখা যায় মামলাটি একটি গণধর্ষণ মামলা। এজাহার দায়েরকালীন সময়ে বাদী (ভিকটিম) তার এজাহারে এজাহারনামীয় ০১ নং আসামি ব্যতীত বাকী ০৪ জন আসামির পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা এবং এজাহারনামীয় ০১ নং আসামির পিতার নাম অজ্ঞাত উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে পলাতক আসামি মোঃ বেলাল (৩০), সহ এজাহারনামীয় অপর ০৪ (চার) জন গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপুর থানার অভিযোগপত্র নং-৩৮৫, তারিখ-১৭-০৯-২০১৫, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী/০৩)এর ৯(৩) বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন।

অপরদিকে জেলা কারাগার, লক্ষ্মীপুর-এর স্মারক নং-৪৪.০৭.৫১০০. ১২৫.০১.০০১.১৬-১৪০২, তারিখ-০৯-০৬-২০১৬ মূলে পত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, উক্ত ১নং আসামি বেল্লাল (৩০), জিআর-৫৮/১২ (লক্ষ্মী), ধারা-১৯৯০ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯(১) এর টেবিল ৯(ক) এবং অন্যান্য ০২ (দুই) মামলাসহ সর্বমোট ০৩(তিন) টি মামলায় বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, লক্ষ্মীপুর আদালতের মাধ্যমে বিগত ১৮-০৩-২০১৫ তারিখ হতে লক্ষ্মীপুর জেলা কারাগারে অন্তরীন ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক ০৪(চার) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ১৭-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল করিম (বিপি-৬৬৯৩১ ১৯৭৬৬), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিএমপি, চট্টগ্রাম এর আপিল আবেদন এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক ০৪ (চার) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৫.২৩-৪৬০—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, পিপিএম (বিপি-৬৬৯৩১১৬০২৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), বর্তমানে নরসিংদী জেলা হতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশপ্রাপ্ত ইতঃপূর্বে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখা, নারায়নগঞ্জ কর্মরত থাকাকালে ফতুল্লা মডেল থানার মামলা নং-১৫(১)১৮, ধারা-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধনী/২০১৩) ৫৪(২) এর তদন্তভার পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলামকে উপর ন্যাস্ত করেন। তিনি কং/১৫২৯ মোঃ বিল্লাল হোসেন, কং/১১৮৩ মোঃ আনোয়ার হোসেন, কং/৪০৩ আঃ বাতেন গণকে জিডি বা সিসি ব্যতীত অবৈধভাবে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলামের সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করেন। পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম ও কং/১৫২৯ মোঃ বিল্লাল হোসেন তদন্তাধীন ফতুল্লা মডেল থানার মামলা নং-১৫(১)১৮ সংক্রান্তে রিমান্ডে থাকাবস্থায় অভিযোগকারী নাসির উদ্দিনের নিকট গত ২৩-১-২০১৮ তারিখ জব্দ করা ব্যাংক চেক হতে চেক ব্যবহার করে গত ২৪-০১-২০১৮ তারিখ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, টানবাজার, নারায়নগঞ্জ শাখা থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা) অবৈধভাবে উত্তোলনের বিষয়টি অবগত থাকা সত্ত্বেও তা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তার অধীনস্থ তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম'কে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেননি। যা একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিযোগকারী নাসির উদ্দিন এর হেফাজতে থাকা কোম্পানীর ঢাকা মেট্রো-গ-১৫-১৭৩৮ গাড়ীটি মামলার ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের হেফাজতে নিলেও আইনানুগভাবে তা জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ না করে বাদী পক্ষের নিকট হস্তান্তর করেছেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ মোতাবেক গাড়ীটি নিষ্পত্তির সুযোগ ছিল কিন্তু পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, পিপিএম (বিপি-৬৬৯৩১১৬০২৯), তা জেনেও তার অধিনস্থ তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম'কে নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন নির্দেশনা প্রদান করেননি। উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" এর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, পিপিএম (বিপি-৬৬৯৩১১৬০২৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) এর আপিল আবেদন এর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং সার্বিক পর্যালোচনান্তে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(খ) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" এর দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধির বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(ক) মোতাবেক "০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪৩০/০৯ নভেম্বর ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-১৪৭৯—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি মডেল থানার এফআইআর নং-১৮, তারিখঃ-১৪-০২-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-১৪৮০—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সীগঞ্জ-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার পদ্মা সেতু (উত্তর) থানার মামলা নং-৩, তারিখঃ-০৮-০৬-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-১৪৮১—পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে (১) রাজৈর (মাদারীপুর) থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ-০২-০৬-২০২০ খ্রিঃ, (২) রাজৈর (মাদারীপুর) থানার মামলা নং-০৪, তারিখঃ-০৩-০৬-২০২০ খ্রিঃ, (৩) রাজৈর (মাদারীপুর) থানার মামলা নং-১৯, তারিখঃ-৩১-০৫-২০২০ খ্রিঃ, (৪) পল্টন (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৪, তারিখঃ-০৫-০৬-২০২০ খ্রিঃ, (৫) বনানী (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০২, তারিখঃ-০৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ, (৬) সালথা (ফরিদপুর) থানার মামলা নং-০২, তারিখঃ-০১-০৬-২০২০ খ্রিঃ, (৭) ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) থানার মামলা নং-৪৫, তারিখঃ-৩১-০৫-২০২০ খ্রিঃ, (৮) খিলগাঁও (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০৯, তারিখঃ-১১-০৬-২০২০ খ্রিঃ এবং পল্টন (ডিএমপি) থানার মামলা নং-০১, তারিখঃ-০২-০৬-২০২০ খ্রিঃ মামলাসমূহ তদন্তের নিমিত্ত ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৪ ডিসেম্বর ২০২৩

নং ০৪.০০.০০০০.৭৩২.০৬.০০১.২৩.৯২—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার Doha Programme of Action (DPOA) কর্ম-পরিকল্পনার "সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ" কমিটিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপ টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করেছে :

(ক) কমিটির গঠন :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান, ডিই উইং, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(৩) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), অর্থ বিভাগ

(৪) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

(৫) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

(৬) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৭) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(৮) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৯) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১০) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

(১১) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১২) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১৩) প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সদস্য-সচিব

(১৪) যুগ্মসচিব (ডিই উইং), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(খ) কমিটির কার্যপরিধি :

(১) টেকনিক্যাল কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে দোহা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে;

(২) টেকনিক্যাল কমিটি দোহা কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে মূল কমিটির নিকট সুপারিশ/প্রস্তাব উপস্থাপন করবে;

(৩) টেকনিক্যাল কমিটি উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম সম্পর্কে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি-কে অবহিত করবে;

(৪) টেকনিক্যাল কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেবেকা সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/০৬ ডিসেম্বর ২০২৩

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.১৭(অংশ-১).২৫৫—The State Acquisation and Tenancy Act, 1950 (Act XXXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপধারা এবং প্রজাসত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মানরা	৪০৯	৩৮, ১২৮, ২২৮, ও ২৩৫= ৪ টি	লাকসাম	কুমিল্লা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৮.০০৩.২২.৭৫**—'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮' এর আলোকে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলাধীন 'নেকমরদ বঙ্গবন্ধু কলেজ' গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

তারিখ : ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/০৬ জুন ২০২৩

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৮.০০১.২৩.১২৪**—'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮' এর আলোকে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন 'খালাশপীর বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ' গত ০৩ জুন ২০২৩ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৮.০০৪.২২.১২৫**—'সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮' এর আলোকে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন 'বঙ্গবন্ধু মহিলা ডিগ্রি কলেজ' গত ০৩ জুন ২০২৩ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ রোকেয়া পারভীন
উপসচিব (বেসরকারি কলেজ-৬)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩ মাঘ ১৪৩০/১৭ জানুয়ারি ২০২৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭২.২৪.৮—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজা সমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলোঃ

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	সীট সংখ্যা	জেলার নাম	মন্তব্য
১	পলাশপোল	৯৪	৯৯৫৪	সাতক্ষীরা সদর	৬৯	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নম্বর ৪৮৮৫/২০২১, ৬১৮১/২০২৩, ১৩৮৬৪/২০২৩ ও ১৪৩১০/২৩ সংশ্লিষ্ট যথাক্রমে ১১৬৫, ২৬৩৮, ৪৯৫ ও ১৩৫৭ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
২	তেরছি	১০১	৮৫৯	তালা	২	সাতক্ষীরা	
৩	মালীডাঙ্গা	৬৫	২৮০	রামপাল	১	বাগেরহাট	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।